উপকূলের
ভূমি রক্ষা
উপেক্ষা করে
জলবায়ু অভিযোজন
পরিকল্পনা
হতে পারে
না

COAST

বাংলাদেশের
উপকূলে
সাড়ে তিন কোটি
মানুষের বাস।
জোয়ারের প্লাবণ
থেকে তাদের
রক্ষা করুন।

COAST

কানাডার নাগরিকত্ব
বাবদ পাচারকৃত
দুই লক্ষ কোটি টাকার
আয়কর দিয়েই
অন্তত ৩ টি
উপকূলীয় জেলায়
কংক্রিট বাঁধ নির্মাণ
করা যেত।

COAST

সোনালী ব্যাংক
কেলেঙ্কারির
চার হাজার কোটি
টাকায়
৭ টি
উপকূলীয় জেলায়
স্থায়ী বাঁধ
নির্মাণ করা যায়

COAST

মাত্র

৬০০ কোটি টাকায়

ভোলা জেলাকে

স্থায়ীভাবে

প্লাবনমুক্ত

করতে

কংক্রিট বাঁধ

নির্মাণ করা যায়।

COAST

মাটি দিয়ে

অবহেলা ভরে তৈরি

বেড়ি বাঁধ দিয়ে

প্রবল নদীভাঙন

থেকে

উপকূল রক্ষা

সম্ভব নয়।

COAST

উপকূলের

তিন লক্ষ

পরিবার

পানিবন্দী।

চুলা জ্বলেনি।

রান্না হয়নি।

COAST

উপকূলের

জমি চলে গেলে

বাংলাদেশের

খাদ্য নিরাপত্তা

বিদেশীদের হাতে

বন্দী

হয়ে যাবে

COAST

উপকূলের মানুষ
ভূমি হারিয়ে
ঢাকা শহরের দিকে
ধেয়ে আসছে।
৫৪ হাজার/বর্গ কিমি
ঘনত্বের ঢাকা
আর কত মানুষকে
জায়গা দেবে?

COAST

জলবায়ু তহবিলের
২ হাজার কোটি টাকা
জলে ফেলে দিয়েছেন,
কিন্তু জলবায়ু আক্রান্ত
২ কোটি উপকূলবাসীর
কোনও উপকার
হয়নি।

COAST

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী,
উপকূলবাসীর
দিকে তাকান।
এই দেশে
আর কারো হাতে
ক্ষমতা নেই।

COAST

বিদেশী গাড়ি
আমদানীর জন্য
পাকা রাস্তা আর নয়,
এবার
উপকূলবাসীকে
রক্ষা করতে
পাকা বেড়িবাঁধ
চাই।

COAST

দুর্নীতিগ্রস্ত
ঠিকাদার নয়,
প্রয়োজনে
সেনাবাহিনীর
সহায়তায়
সুষ্ঠুভাবে
বেড়িবাঁধ
নির্মাণ করুন।

COAST

মাননীয়
বিরোধী দল,
উপকূলবাসীর
দিকে তাকান।
তাদের স্বার্থে
দাবি তুলুন।

COAST

উপকূলীয়
ভূমি রক্ষা
ছাড়া
জলবায়ু
অভিযোজন
পরিকল্পনা
হতে পারে না

COAST